একটি এ্যসোসিয়েশনের জন্ম কথা

ডঃ নূরুল আমিন চৌধুরী

সাসকাচুয়ান প্রদেশের বৃহত্তম শহর সাসকাটুন। দক্ষিণ সাসকাচুয়ান নদীর তীরে অবস্হিত এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় ২২০,০০০। কানাডার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সূর্যালোক প্রাপ্ত শহরগুলোর মধ্যে সাসকাটুন অন্যতম। সাসকাটুন অবশ্য আরও বিখ্যাত তার শীত ও গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার মধ্যেকার অসামান্য ব্যবধানের জন্য। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেঃ পর্যন্ত উঠে থাকে আর শীতে তা নামতে নামতে গিয়ে পৌঁছোয় -৪০ ডিগ্রী সেঃএ। খণিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্যও সাসকাটুন বিখ্যাত। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইউরেনিয়াম রফতানি হয় এখান থেকে, আর সারা পৃথিবীর মোট উত্তোলনযোগ্য মজুত পটাশের দুই তৃতীয়াংশও এখানে। ২০০৯ সালে সমাপ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী অন্টারিওকে ছাড়িয়ে গিয়ে সাসকাচুয়ান এখন কানাডার দ্বিতীয় ধনী প্রদেশ। প্রথম অবস্হানে আছে আলবার্টা।

বছর তিনেক আগেও সাসকাটুনে বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল ৬০ জনের মত। স্বল্প জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তখন কোন সমিতির প্রয়োজন অনুভব করিনি। যখন কোন কিছু করার দরকার হয়েছে উৎসাহ, যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী একজন উদ্যোগ নিয়েছেন বাকীরা তাঁকে সহায়তা করেছেন। সমিতি না থাকলেও অবশ্য এ সমস্ত কাজ হয়েছে সবার মতামত ও পরামর্শ নিয়ে। সমিতিহীন অবস্হাতেই সাসকাটুন থেকে প্রকাশিত হয়েছে অন্বেষা নামের বাংলা সাময়িকী। সবার পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে কোন কিছু করা সাসকাটুনের বাংলাদেশীদের অনেকদিনের পুরানা ঐতিহ্য।

বছর তিনেক হোল সাসকাচুয়ান প্রদেশের ইমিগ্রেশন নমিনি প্রোগ্রাম চালু করার পর থেকে সাসকাটুনে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন সাসকাটুনে বসবাসরত বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় চারশত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমিতি তৈরীর জন্য অনেকেই উদ্যোগ নিতে শুরু করেন। অনেকেই উদ্যোগ নিচ্ছিলেন আগে কয়েকজন মিলে একটি সমিতি তৈরী করে পরে একটু একটু করে তার গঠনতন্ত্র লেখার কাজ সম্পন্ন করা। এর উদ্দেশ্য হোল অনতিবিলম্বে একটি সমিতি খোলা। অনেকেই অবশ্য চাচ্ছিলেন শুরু থেকেই গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমিতি তৈরী করা।

অবশেষে সমিতি গঠনের সম্ভাব্যতা এবং গনতান্ত্রিকভাবে কীভাবে সমিতি গঠন করা যায় তা আলোচনার উদ্দ্যেশ্যে ২০০৯ এর ১৫ই মার্চ এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। খোলামেলা এই সভায় বিভিন্ন বক্তা কীভাবে শূন্য থেকে একটি সমিতি গঠন করা যায় সে সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানান। অবশেষে সুনির্দিষ্ট দুটি বিকল্প প্রস্তাবের উপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উপস্হিত জনতার ভোট গ্রহণ করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপ্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র তৈরী ও একটি নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি গঠনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে একটি অস্হায়ী কমিটি ও একটি গঠনতন্ত্র কমিটি গঠন করা হয়। এই সভা অস্হায়ী কমিটির মেয়াদকাল ছয় মাসে বেঁধে দেয়। সভায় স্হির হয় যে গঠনতন্ত্র কমিটি গঠনতন্ত্র তৈরী করবে এবং অস্হায়ী কমিটি তাকে সহায়তা দান করে গঠনতন্ত্র গণভোটে পাশ হলে সেই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের আয়োজন করবে। নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির হাতে সকল দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে অস্হায়ী কমিটি বিলুপ্ত হবে। ছয় মাসের মেয়াদ প্রাপ্ত অস্হায়ী কমিটির সদস্যরা ছিলেন ডঃ নূরুল আমিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আবু তাহের, শেখ হাসিবুল মজিদ, আবু-আল মনসুর, ডঃ আবদুল্লাহ মামুন, ডঃ খান ওয়াহিদ, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ কাদির, রফিক পাটোয়ারী, সুমি জামান ও মফিজুর রহমান। গঠনতন্ত্র কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন রেজাউল হক ও গুলশান বেগম। গঠনতন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে অস্হায়ী কমিটির অনেক সদস্যও গঠনতন্ত্র কমিটিকে সহায়তা করেন।

চার মাস পর গঠনতন্ত্র তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলে ২০০৯ এর ১৮ জুলাই এক বিশেষ সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রটি উপস্হিত সদস্যদের ভোটে অনুমোদন লাভ করে। এই সভায় সমিতির নাম রাখা হয় বাংলাদেশী কমিউনিটি এ্যসোসিয়েশন অব সাসকাটুন। বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সহ কার্যকরি কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন প্যানেল তৈরী করা হয়। নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হলেন ডঃ মবিনুল হক, মিজান আহাম্মদ, জাকিয়া মুনমুন ও রুমা হক। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশী কমিউনিটি এ্যসোসিয়েশন অব সাসকাটুনের গঠনতন্ত্রে প্যানেল ভিত্তিক নির্বাচনের পরিবর্তে স্বতন্ত্র প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচনের ব্যবস্হা রাখা হয়েছে। এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সমিতির যে কোন সভায় বা অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯ এর ২৭শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হোল বহুল প্রত্যাশিত এবং আলোচিত বাংলাদেশী কমিউনিটি এ্যসোসিয়েশন অব সাসকাটুনের কার্যকরি কমিটির প্রথম নির্বাচন। কার্যকরি কমিটির বিভিন্ন মেয়াদের এগারটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করেন মোট ষোল জন। প্রথম কার্যকরি কমিটির সদস্য হিসেবে যাঁরা নির্বাচিত হলেন তারা হচ্ছেন সভাপতি – ডঃ নূরুল আমিন চৌধুরী (২ বৎসর মেয়াদ); সহসভাপতি (বাজেট ও তহবিল সংগ্রহ) – মোঃ আলমগীর হোসেন (১ বৎসর মেয়াদ); সহসভাপতি

(সমাজ বিষয়ক) – রেজাউল হক (২ বৎসর মেয়াদ); সহসভাপতি (সংস্কৃতি বিষয়ক) – নজরুল হক (২ বৎসর মেয়াদ); সাধারণ সম্পাদক – জুবায়ের আবদুল্লাহ খিজির (১ বৎসর মেয়াদ); সম্পাদক (বাজেট ও তহবিল সংগ্রহ) – গৌরাঙ্গ কর (২ বৎসর মেয়াদ); সম্পাদক (তহবিল সংগ্রহ) – মাহবুবুর রহমান ভূইয়া (১ বৎসর মেয়াদ); সম্পাদক (সংস্কৃতি বিষয়ক) – জাকির হোসেন (১ বৎসর মেয়াদ); সম্পাদক (খেলাধূলা ও বিনোদন) – মাহমুদ হাসান সরকার (২ বৎসর মেয়াদ); সম্পাদক (সদস্য ও যোগাযোগ) – মোহাম্মদ হক (১ বৎসর মেয়াদ); সম্পাদক (যুব ও কিশোর কর্মকাণ্ড) – কাওসার আহমেদ (২ বৎসর মেয়াদ)। এই প্রথম নির্বাচনের পর পরবর্তী বাৎসরিক নির্বাচনগুলো হবে পাঁচটি অথবা ছয়টি পদের জন্য। এতে করে প্রতি বছর কার্যকরি কমিটিতে পাঁচ অথবা ছয়জন পুরানা সদস্য থাকবেন যারা কার্যকরি কমিটির কার্যাবলীর ক্রমধারা রক্ষা করতে পারবেন।

বাংলাদেশী কমিউনিটি এ্যসোসিয়েশন অব সাসকাটুনের এই প্রথম কার্যকরি কমিটি ২০০৯ এর ১১ই অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কার্যকলাপ শুরু করে। ইতিমধ্যে অবশ্য ব্যক্তিগত কারণে মাহবুবুর রহমান ভূইয়া তাঁর সম্পাদক (তহবিল সংগ্রহ) পদ থেকে পদত্যগ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশী কমিউনিটি এ্যসোসিয়েশন অব সাসকাটুন তার অস্হায়ী কমিটির মাধ্যমেই সাসকাটুনের প্রথম বাংলা শেখার বিদ্যালয় চালু করে। কার্যকরি কমিটি তার দায়িত্ব পালনের শুরুতেই ডঃ আবদুল্লাহ মামুনকে এই বিদ্যালয়ের কার্যাবলী সমন্বয় করার দায়িত্ব দেয়।

কানাডা এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশী এ্যসোসিয়েশন সমূহের এক বড় সমস্যা হোল নির্বাচনের ফলাফলকে আন্তরিকভাবে মেনে না নেয়া। যার ফলে নির্বাচনোত্তর অসন্তোষকে কেন্দ্র করে প্রায় সময়ই পাল্টা এ্যসোসিয়েশন তৈরী হয়। আমাদের দেশের দিকে তাকালে অবশ্য এই ঐতিহ্যের নমুনা সহজেই চোখে পড়ে। সেখানে অবশ্য বিরোধী দল পাল্টা সরকার গঠন করে না, তবে বছরের পর বছর সংসদ বর্জন করে থাকে। এখন সাসকাচুয়ানবাসী বাংলাদেশীদের সামনে গনতন্ত্রের এই পরীক্ষাটাই বাকী আছে – আমরা আন্তরিকভাবে নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিয়ে সামনে এগুতে পারব কী না!

বাংলাদেশী কমিউনিটি এ্যাসোসিয়েশন অব সাসকাটুনের প্রথম কার্যকরি কমিটি

 সভাপতি ডঃ নূরুল আমিন চৌধুরী	 সহসভাপতি (বাজেট ও তহবিল সংগ্রহ) মোঃ আলমগীর হোসেন	 সহসভাপতি (সমাজ বিষয়ক) রেজাউল হক
 সহসভাপতি (সংস্কৃতি বিষয়ক) নজরুল হক	 সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আবদুল্লাহ খিজির	 সম্পাদক (বাজেট ও তহবিল সংগ্রহ) গৌরাঙ্গ কর
 সম্পাদক (খেলাধূলা ও বিনোদন) মাহমুদ হাসান সরকার	 সম্পাদক (সদস্য ও যোগাযোগ) মোহাম্মদ হক	 সম্পাদক (সংস্কৃতি বিষয়ক) জাকির হোসেন
	 সম্পাদক (যুব ও কিশোর কর্মকাণ্ড) কাওসার আহমেদ	